INNOVISION

Research | Technical Assistance | Project Management

জনগণ কাকে ভোট দেবেন?
ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি তাঁদের প্রত্যাশা কী?

জনগণের নির্বাচন ভাবনা

People's Election Pulse Survey (PEPS)

রাউন্ড ২ – পর্ব ২ | ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

Innovision Consulting–এর একটি সামাজিক গবেষণা

সহযোগিতায়:

BRAIN

ভয়েস ফর রিফর্ম

সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৫

১. ইনোভিশন সম্পর্কে 5
২. প্রেক্ষাপট..... 5
৩. পদ্ধতি 6
৪. ফলাফলসমূহ..... 8
৪.১ ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি প্রত্যাশা পরবর্তী সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ..... 8
৪.২ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক 9
৪.৩ ভোটের সিদ্ধান্ত ভোটের সিদ্ধান্তের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ..... 10
৪.৪ রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সন্তুষ্টি 13
৪.৫ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ 16
৪.৬ ভোটের অভিপ্রায় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত..... 18
৪.৭ কোন দলকে ভোট দেবেন? 23
৪.৮ অতীত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার রেটিং 29

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ জুলাই ২০২৪-এ এক অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করে, যা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটায়; তিনি পরবর্তীতে পদত্যাগ করেন এবং দেশত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর, আগস্টের শুরুতে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, যারা শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং যত দ্রুত সম্ভব একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেয়। সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল একটি বৈশ্বিক গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, ইনোভিশন "পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS)" চালু করে রাজনৈতিক ইস্যু, ভোটারদের অভিপ্রায় এবং নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে জনমতকে পদ্ধতিগতভাবে ধারণ করার জন্য। জরিপের প্রথম রাউন্ড ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিচালিত হয়, এবং ফলাফল ২০২৫ সালের ৮ মার্চ সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করা হয়। পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS)-এর দ্বিতীয় রাউন্ড জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ পরিচালিত হয় এবং প্রথম প্রতিবেদনটি ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় রাউন্ডের দ্বিতীয় প্রতিবেদন, যা রাজনৈতিক পছন্দ ও নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কেন্দ্রীভূত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। দ্বিতীয় রাউন্ডের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ-ভিত্তিক তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ প্রদান করা, প্রথম রাউন্ডের ওপর ভিত্তি করে ভোটার মনোভাব, সরকারের প্রতি প্রত্যাশা এবং নেতাদের রেটিংয়ের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে।

জরিপের মোট নমুনার আকার ছিল ১০,৪১৩ জন উত্তরদাতা (৬৯.৫% গ্রামীণ, ৩০.৫% শহুরে), যারা সবাই ভোটদানের যোগ্য। নমুনা অন্তর্ভুক্ত করেছে ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৫২১টি প্রাইমারি স্যাম্পলিং ইউনিট (PSU)। নমুনা লিঙ্গ, প্রজন্ম, প্রতিষ্ঠান, ধর্ম এবং গ্রামীণ-শহুরে সেটিং অনুযায়ীও বিভক্ত করা হয়। প্রজন্মভিত্তিক নমুনা উপস্থাপন করেছে ৩৭.৬% জেন জেড, ৩৩.৪% মিলেনিয়ালস, ১৯.৮% জেন এক্স, এবং ৮.৪% বুমার্স+। দুই-স্তরের স্তরীকৃত ক্লাস্টার স্যাম্পলিং, "প্রবাবিলিটি প্রোপোরশনাল টু সাইজ (PPS)" পদ্ধতি ব্যবহার করে, এবং ক্যাপি-ভিত্তিক সাক্ষাৎকার (৯,৩৯৮টি পরিবার এবং ১,০১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতা) পরিচালিত হয়। তথ্যের মান নিশ্চিত করা হয়েছে অডিও যাচাই, মাঠ তদারকি এবং উত্তরদাতা নির্বাচনের জন্য র‍্যান্ডমাইজেশন গ্রিডের মাধ্যমে। জরিপটি ২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে পরিচালিত হয়।

মূল অনুসন্ধানসমূহ

প্রতিবেদনটি সাতটি মূল খণ্ডে অনুসন্ধানগুলো উপস্থাপন করেছে।
ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি প্রত্যাশা: ভবিষ্যৎ সরকারের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক উদ্বেগ থেকে সরে গিয়ে নিরাপত্তা ও জবাবদিহিতার দিকে গেছে। যদিও পণ্যদ্রব্যের দামের ওপর নিয়ন্ত্রণ একটি উচ্চ অগ্রাধিকার (৫৪.৬%) রয়ে গেছে, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের চাহিদা এখন সর্বোচ্চ প্রত্যাশা (৫৭.৫%)। সরকার সংস্কারের চাহিদায়ও তীব্র বৃদ্ধি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি হ্রাস (৩৬.৯%) এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংস্কার (২০.৩%)। এসব অগ্রাধিকার অঞ্চলোপযোগীভাবে ভিন্ন, যেমন বরিশাল ও ময়মনসিংহে আইন-শৃঙ্খলা প্রধান অগ্রাধিকার, আর রাজশাহীতে কর্মসংস্থান ও দামের নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়া হয়েছে।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তরদাতা ভারত (৭২.২%) এবং পাকিস্তানের (৬৯.০%) সঙ্গে ভালো সম্পর্ক চায়, যদিও সামান্য বেশি শতাংশ ভারত থেকে দূরত্ব তৈরি করতে চায় পাকিস্তানের তুলনায়। জরিপটি বিভিন্ন জনমিতির মধ্যে চমকপ্রদ পার্থক্য প্রকাশ করে, বিশেষত ধর্মীয় দিক থেকে। অধিকাংশ মুসলিম উভয় দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক সমর্থন করে, কিন্তু হিন্দু এবং খ্রিস্টানরা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়, যদিও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অনীহা প্রকাশ করে।

ভোটের সিদ্ধান্ত: ভোটারদের জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা ভোটের সিদ্ধান্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর (৬৫.৫%)। এরপর আসে প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ (১৪.৮%) এবং দলের নির্বাচনী প্রতীক (১৪.৭%)। আশ্চর্যজনকভাবে, দলের ইশতেহার সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় (৫%)। প্রজন্মভিত্তিকভাবে, জেন জেড প্রার্থীর কর্মদক্ষতা ও পূর্ববর্তী কাজকে বেশি গুরুত্ব দেয়, আর বুমার্স+ দলের প্রতীকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় (১৭.৯৯%)। অঞ্চলভেদে, চট্টগ্রাম দলের প্রতীকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় (১৯.০%), আর ময়মনসিংহ সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় (৫.৪%)।

রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন: রাজনৈতিক দলের মূল্যায়নে পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ অসন্তোষের মুখে (৩৩.৪৩%) এবং সর্বনিম্ন সম্মিলিত "উচ্চ সন্তুষ্টি" রেটিং পেয়েছে (১৫.৫২%)। বিপরীতে জামায়াতে ইসলামি সর্বোচ্চ

সম্মিলিত উচ্চ সন্তুষ্টি রেটিং পেয়েছে (৩০.৩৪%) যদিও তার অসন্তুষ্টির হারও বেশি (১৯.৭৪%)। বিএনপি মাত্র ২১.৫% উচ্চ সন্তুষ্টি রেটিং পেয়েছে, কিন্তু অসন্তুষ্টির হার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৭.৬৪%)। ফলাফলে লিঙ্গভেদে পার্থক্য রয়েছে, পুরুষরা বিএনপি, এনসিপি এবং জামায়াতের প্রতি বেশি সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি রিপোর্ট করেছে নারীদের তুলনায়। এছাড়াও শহুরে উত্তরদাতারা এনসিপি ও জামায়াতের প্রতি বেশি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে গ্রামীণ ভোটারের তুলনায়। জেন জেড এনসিপি ও জামায়াতের প্রতি সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি রিপোর্ট করেছে।

জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ: আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে জনমত প্রায় সমানভাবে বিভক্ত — ৪৫.৭৯% মনে করে সব দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত এবং ৪৫.৫৮% মনে করে আওয়ামী লীগকে বিচার না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয়। বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতারা ব্যাপকভাবে (৬৩.০৫%) আওয়ামী লীগকে বাদ দেওয়ার পক্ষে, যতক্ষণ না বিচার হয়; অন্যদিকে পরিবারভিত্তিক উত্তরদাতারা অন্তর্ভুক্তির পক্ষে বেশি। পুরুষ, শহুরে বাসিন্দা এবং তরুণ প্রজন্ম (জেন জেড) আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের বিপক্ষে বেশি। অঞ্চলভেদে শক্ত বিরোধিতা রাজশাহী ও চট্টগ্রামে এবং শক্ত সমর্থন বরিশালে (৫৮.৫%)।

ভোটের অভিপ্রায় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি: আসন্ন নির্বাচনে ভোটদানের সিদ্ধান্ত কিছুটা হ্রাস পেয়েছে (৫৭.৮%, পূর্বে ছিল ৬২.০%), তবে যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাদের মধ্যে পছন্দ প্রকাশের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (৮৩.২%, পূর্বে ৬৫.৭%)। পুরুষ, বয়স্ক গোষ্ঠী এবং পরিবারভিত্তিক উত্তরদাতারা বেশি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত। যারা সিদ্ধান্ত নেয়নি তাদের প্রধান কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। নিরাপত্তা উদ্বেগ ভোট না দেওয়ার প্রধান কারণ, পুরুষরা নারীদের তুলনায় বেশি উল্লেখ করেছে যে তাদের প্রিয় দল অংশগ্রহণ নাও করতে পারে।

যারা তাদের ভোটের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (১৮.৮%, পূর্বে ১৪.০%), বিএনপি (৪১.৩%) এবং জামায়াতে ইসলামী (৩০.৩%) স্থিতিশীল থেকেছে। এনসিপি (৪.১০%) ও ইসলামী আন্দোলনের (৩.১০%) ভোটও বেড়েছে। তবে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করলে বিএনপি (৪৫.৬%) ও জামায়াত (৩৩.৫%) প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে দেখা যায় এবং উল্লেখযোগ্য অংশ (৮.৩%) ভোট দিতে যাবে না। ভোটের অভিপ্রায় জনমিতি অনুযায়ী ভিন্ন: বিএনপির সমর্থন বয়স বাড়ার সঙ্গে বাড়ে এবং শিক্ষার সঙ্গে কমে, যেখানে জামায়াত ও এনসিপির সমর্থন তরুণ ও বেশি শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে বেশি। বিএনপি (৩৯.১%) সর্বাধিক উপযুক্ত দল হিসেবে বিবেচিত সরকার গঠনের জন্য, এর পরেই রয়েছে জামায়াতে ইসলামি (২৮.১%)। এছাড়াও ৪০% মনে করে বিএনপিরই সরকার গঠনের সর্বোত্তম সম্ভাবনা রয়েছে (পূর্বে ২৯.৩%)।

অতীত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার রেটিং: শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান সর্বোচ্চ সামগ্রিক অনুমোদন রেটিং উপভোগ করেন, প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা তাদের ৭০% এর বেশি রেটিং দেয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমর্থন জেন জেড-এর মধ্যে জিয়াউর রহমানের চেয়ে অনেক বেশি। অন্যথায় উভয়ের সমর্থন বয়সের সঙ্গে বাড়ে এবং বুমার্স+ প্রজন্মে সর্বোচ্চে পৌঁছায়, যা নির্দেশ করে তাদের জনপ্রিয়তা বয়স্ক প্রজন্মের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। খালেদা জিয়ার সমর্থন সর্বোচ্চ ৫০–৭০% মধ্যবর্তী অনুমোদন ব্যান্ডে (৪৬.৫%), তার পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (৪৪.৩%)। আশ্চর্যজনকভাবে, শেখ হাসিনার রেটিং অত্যন্ত মেরুকৃত, ২১.৬% উত্তরদাতা তাকে ০% রেটিং দিয়েছে। আরেকটি আকর্ষণীয় অনুসন্ধান হলো জিয়াউর রহমান পুরুষদের কাছ থেকে (২৫.৩%) নারীদের তুলনায় (১৮.৩%) বেশি সমর্থন পান, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের রেটিং উভয় লিঙ্গে প্রায় সমান।

১. ইনোভিশন সম্পর্কে

ইনোভিশন একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা কাজ করছি বিশ্বের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অর্থনীতি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে রূপান্তর করতে। আমরা গবেষণা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করি সরকার, বেসরকারি খাতের অংশীদার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং সিভিল সোসাইটি সংগঠনসমূহকে সহায়তা করতে যাতে তারা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পদ্ধতিগত সমাধান ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন করতে পারে। আমাদের কাজ অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-উত্তর সহযোগিতা গড়ে তোলে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজার, ন্যায্য বাণিজ্য এবং যৌথ সমৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত ও অতিক্রম করার জন্য।

আমরা বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় গবেষণা এবং ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যারা জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জে কাজ করে। ইনোভিশন বাংলাদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত এর নেতৃত্বের জন্য যা সংকট এবং পরবর্তী জরুরি সময়ে গবেষণা পরিচালনা করে। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় ইনোভিশন ছিল বাংলাদেশে প্রথম প্রতিষ্ঠান যারা ফোন কল-ভিত্তিক দ্রুত জরিপ চালু করে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর সমস্যাগুলো সামনে আনে। আজ পর্যন্ত ইনোভিশন ২২টি দেশে ৫০০টির বেশি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন করেছে – দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (মেনা), পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকায়।

২. প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর। এই পরিবর্তনের সময়কাল জনগণের মনোভাব বোঝার এবং নাগরিকদের কণ্ঠ শোনার একটি প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার প্রয়োজন তৈরি করেছিল।

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, ইনোভিশন চালু করে "Bangladeshspeaks.com," একটি অনলাইন মাইক্রো-পোলিং সাইট, যাতে মানুষের তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ধরা যায় পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা জনগণের অনুভূতি বোঝার জন্য পরে আরও কাঠামোবদ্ধ জাতীয় জরিপে রূপ নেয় সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ, যা বিশেষভাবে ভোটদানের ইচ্ছা এবং ভবিষ্যতে মানুষ কাকে ভোট দিতে পারে তা নিয়ে ফোকাস করে। এই প্রচেষ্টার অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চিত করেছে এই কাজের মূল্য এবং দেখিয়েছে যে জনগণের মতামতের আরও পদ্ধতিগত ও গভীর বিশ্লেষণের জন্য একটি সুস্পষ্ট চাহিদা রয়েছে।

এটি আমাদের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ "পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে" (PEPS) তৈরি করে। পেপস ছিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম জাতীয় স্তরের জরিপ যা শুধুমাত্র ভোটদানের ইচ্ছার বাইরে যায়। জরিপটির লক্ষ্য ছিল জনগণের অনুভূতি খুঁজে বের করা অন্তর্বর্তী সরকারের পারফরম্যান্স নিয়ে, পরবর্তী সরকারের কাছ থেকে নাগরিকদের প্রত্যাশা, মানুষের ভোটদানের পছন্দ ও আচরণ এবং ভোটদানের সিদ্ধান্তে মিডিয়া ব্যবহারের ভূমিকা। ৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ইনোভিশন প্রকাশ করে পেপস জরিপের প্রথম পর্বের ফলাফল যা পরিচালিত হয়েছিল ৬৪টি জেলার ১০,৬৯৬ ভোটার বয়সী উত্তরদাতাদের উপর।

আমরা বুঝি যে জনমত পরিবর্তনশীল, যা চলমান ঘটনা এবং রাজনৈতিক অভিনেতাদের কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত। ইনোভিশন পরিকল্পনা করছে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত একাধিক রাউন্ডে এই জরিপ পরিচালনা করার যাতে এই পরিবর্তিত জনমত ট্র্যাক করা যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এ পরিচালিত জরিপকে ধরা হয়েছে রাউন্ড ১ হিসেবে। এর সরাসরি ধারাবাহিকতায়, ইনোভিশন পরিচালনা করেছে পেপসের দ্বিতীয় রাউন্ড। এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করছে রাউন্ড ২-এর ফলাফল, যা পরিচালিত হয়েছে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এ। এই যুগান্তকারী জরিপটি ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করেছে ইনোভিশন, যেখানে বাংলাদেশে সেরা রাজনৈতিক বিশ্লেষক, পর্যবেক্ষক এবং শীর্ষস্থানীয় জরিপকারীরা প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করেছেন। পেপস একটি জাতীয় পর্যায়ের মুখোমুখি CAPI হাউজহোল্ড জরিপ। ১০,৪১৩-সাম্পল বিশিষ্ট এই জরিপ পদ্ধতিগতভাবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং কঠোর

জরিপ। পেপস পরিচালিত হয়েছে থিংক ট্যাঙ্ক Bangladesh Research Analytics and Information Network (BRAIN) এবং Voice for Reform এর সহযোগিতায়।
দ্বিতীয় রাউন্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত।

১. প্রথম ভাগে ফোকাস করা হয়েছে নির্বাচনের সময়সূচি, পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি প্রত্যাশার উপর।

২. দ্বিতীয় ভাগে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে মানুষের রাজনৈতিক পছন্দের দিকে।
এই প্রতিবেদনটিতে দ্বিতীয় ভাগের ফলাফলের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

এই দ্বিতীয় রাউন্ড একই ক্রস-সেকশনাল নকশা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছে যা প্রথম রাউন্ডের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদন তাই একটি মূল্যবান তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ প্রদান করে জাতির রাজনৈতিক পালস কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের জন্য।

৩. পদ্ধতি

পিপলস ইলেকশন পালস সার্ভে (PEPS) রাউন্ড ২ একটি কঠোর পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে যাতে জনমতের প্রতিনিধিত্বমূলক মূল্যায়ন নিশ্চিত হয়। একটি দুই-স্তরবিশিষ্ট স্তরীকৃত ক্লাস্টার স্যাম্পলিং ডিজাইন প্রয়োগ করা হয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১১ সালের জনসংখ্যা ও গৃহগণনা ফ্রেম ব্যবহার করে, কারণ ২০২২ সালের জনগণনা ডাটাবেস এখনো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয়।

জরিপটি সংগ্রহ করেছে ১০,৪১৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের (১৮+ বছর বয়সী) মতামত, বাংলাদেশের আটটি বিভাগে, শহর ও গ্রামভিত্তিক স্তরীকরণসহ। প্রাথমিক লক্ষ্য নমুনা ১০,০০০ বন্টন করা হয়েছিল এই স্তরগুলির অনুপাতে। প্রাথমিক স্যাম্পলিং ইউনিট (PSU)—শহরের জন্য মহল্লা/পাড়া এবং গ্রামের জন্য মৌজা/গ্রাম হিসেবে সংজ্ঞায়িত—নির্বাচন করা হয় Probability Proportional to Size (PPS) পদ্ধতিতে।

চূড়ান্ত ডেটা সংগ্রহ কভার করেছে ৫২১ PSU, প্রতিটি PSU-তে প্রায় ২০টি সাক্ষাৎকার। ভোটার-বয়সী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে দরজায়-দরজায় গৃহ সাক্ষাৎকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎকার। মোট ৯,৩৯৮ সাক্ষাৎকার গৃহে পরিচালিত হয়, আর ১,০১৫ সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের সাথে।

গৃহ সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যক্তিগত উত্তরদাতা নির্বাচিত হয়েছে সার্ভে সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম করা র‍্যান্ডমাইজেশন গ্রিড ব্যবহার করে। প্রাতিষ্ঠানিক জরিপের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয় সাইটে র‍্যান্ডম পদ্ধতিতে। ডেটা সংগ্রহ করা হয়েছে Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতিতে, Kobo Toolbox প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নির্ভুলতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে।

একটি বহু-স্তরের গুণমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে ডেটার অখণ্ডতা বজায় রাখতে, যার মধ্যে রয়েছে মাঠপর্যায়ে তদারকি, প্রাথমিক মাঠকাজের সময় সহগমন, এবং একটি নিবেদিত দল যারা ১০০% অডিও রেকর্ডিং পরীক্ষা করেছে। নৈতিক বিবেচনাগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, অবগত সম্মতি, গোপনীয়তা এবং সকল উত্তরদাতার স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

জরিপটি পরিচালিত হয়েছে ১৪ দিন ধরে (২–১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫), প্রশিক্ষিত ১০৮ জন গণনাকারী এবং ১২ জন সুপারভাইজারের মাধ্যমে। ডেটা পরিশোধন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে SPSS এবং STATA ব্যবহার করে, এবং ফলাফল ভেঙে দেখা হয়েছে প্রধান ডেমোগ্রাফিক এবং ভৌগোলিক ভেরিয়েবল অনুযায়ী যাতে জাতীয় জনমতের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা যায়।

স্যাম্পলিং পদ্ধতি: দুই-স্তরের স্তরীকৃত ক্লাস্টার স্যাম্পলিং নকশা
• স্যাম্পল সাইজ: ১০,৪১৩ ভোটার
• স্যাম্পলিং ইউনিট: ৮ বিভাগ, ৬৪ জেলা, ৫২১ PSU
• ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতি: কম্পিউটার-সহায়িত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (CAPI)

স্যাম্পল বণ্টন
• মোট গৃহ জরিপ: ৯,৩৯৮ (দরজায়-দরজায় জরিপ)
• মোট বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান নমুনা: ১,০১৫
• মোট নমুনা: ১০,৪১৩

স্তরীকরণ:
• গ্রাম বনাম শহর: ৬৯.৫% গ্রাম, ৩০.৫% শহর
• লিঙ্গ: ৫৪.২% পুরুষ, ৪৫.৪% নারী, ০.৪% তৃতীয় লিঙ্গ

প্রজন্মভিত্তিক কোহর্ট:
• ৩৭.৬% জেনারেশন জেড
• ৩৩.৪% মিলেনিয়ালস
• ১৯.৮% জেন এক্স
• ৬.৬% বুমারস II
• ১.৮% বুমারস I
• ০.৯% পোস্ট-ওয়ার ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

ধর্মীয় পরিচয়:
• ৮৮.১% ইসলাম
• ১০.২% হিন্দু
• ১.৪% বৌদ্ধ
• ০.৩% খ্রিস্টান

জাতিগত প্রতিনিধিত্ব:
• ৯৮.১% বাঙালি
• ১.৯% অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী

নমুনার ভৌগোলিক বণ্টন
• ঢাকা বিভাগ: ২৫.৬%
• চট্টগ্রাম বিভাগ: ২০.৫%
• রাজশাহী বিভাগ: ১৩.০%
• খুলনা বিভাগ: ১১.২%
• রংপুর বিভাগ: ১১.০%
• ময়মনসিংহ বিভাগ: ৭.১%
• সিলেট বিভাগ: ৬.২%
• বরিশাল বিভাগ: ৫.৩%

৪. ফলাফলসমূহ

৪.১ ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি প্রত্যাশা পরবর্তী সরকারের অগ্রাধিকারসমূহ

উত্তরদাতাদেরকে তাদের ভবিষ্যৎ সরকারের প্রতি প্রত্যাশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উভয় PEPS রাউন্ড ১ ও ২ তে (একাধিক উত্তর দেওয়ার অনুমতি ছিল)। সামগ্রিকভাবে, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কিত প্রত্যাশা সর্বাগ্রে রয়ে গেছে, কিন্তু দুই রাউন্ডের মধ্যে অগ্রাধিকারগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নয়ন এখন শীর্ষ অগ্রাধিকার (রাউন্ড-২ এ ৫৭.৫% বনাম রাউন্ড-১ এ ৫২.২%)। বিপরীতে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর, যদিও এখনো বেশি, কমে গেছে (রাউন্ড-২ এ ৫৪.৬%, রাউন্ড-১ এর ৭১.২% থেকে)। একটি লক্ষণীয় প্রবণতা হলো জবাবদিহিতা ও সংস্কারের চাহিদা বৃদ্ধি, যা প্রতিফলিত হয় সরকারি কাজে দুর্নীতি কমানোর প্রত্যাশার বৃদ্ধিতে (রাউন্ড-২ এ ৩৬.৯% বনাম রাউন্ড-১ এ ২১.৭%)। একইভাবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ, র‍্যাব) সংস্কারের ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে (রাউন্ড-২ এ ২০.৩% বনাম রাউন্ড-১ এ ১৩.৫%)।

টেবিল ১: ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে প্রত্যাশা

প্রত্যাশা	প্রথম দফা (মার্চ)	দ্বিতীয় দফা (সেপ্টেম্বর)
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন	৫২.২০%	৫৭.৫০%
দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ	৭১.২০%	৫৪.৬০%
কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	৩৯.৭০%	৪২.৪০%
সরকারি কাজে দুর্নীতি কমানো	২১.৭০%	৩৬.৯০%
আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (পুলিশ, র‍্যাব) সংস্কার	১৩.৫০%	২০.৩০%
সরকারি সেবার সুযোগ বৃদ্ধি	২০.৭০%	১৮.৮০%
ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন	১৮.৮০%	১৩.৮০%
অন্যান্য	২.১০%	৪.৬০%
মন্তব্য করতে পারছি না	২.৫০%	৩.৪০%
(নমুনা সংখ্যা)	১০৬৯৬	১০৪১৩

যখন রাউন্ড-২ এ প্রকাশিত প্রত্যাশাগুলো বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হলো, ফলাফলগুলো ভিন্ন পাওয়া গেছে। বরিশাল (৭৭.৩%) ও ময়মনসিংহ (৬৬.৯%) আইন-শৃঙ্খলাকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজশাহী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি (৬২.৭%) ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ (৬৭.৭%) – উভয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

টেবিল ২: ভবিষ্যৎ সরকারের কাছে প্রত্যাশা (বিভাগ অনুসারে)

বিভাগ	উন্নয়ন	ব্যবসার প্রসার	সংস্কার	সুযোগ-সুবিধা	পণ্য	দুর্নীতি হ্রাস
বরিশাল	৭৭.৩০%	৫২.৭০%	২১.২০%	১০.৬০%	৬৯.৮০%	৪৬.৮০%
চট্টগ্রাম	৫১.৮০%	৩৭.১০%	১৪.০০%	২৪.৫০%	৫০.২০%	৩০.৯০%
ঢাকা	৫৬.২০%	৪০.২০%	১৩.২০%	১৮.৩০%	৫৫.৭০%	৩১.৯০%
খুলনা	৫৫.৯০%	৩৭.৫০%	১৪.৪০%	১৭.৮০%	৫৬.৭০%	৩৯.৮০%
ময়মনসিংহ	৬৬.৯০%	৪৪.১০%	১৪.৪০%	১৩.২০%	৪৫.৮০%	৩৭.৩০%
রাজশাহী	৬২.২০%	৬২.৭০%	১৪.৩০%	২৪.৬০%	৬৭.৭০%	৫০.০০%
রংপুর	৫৪.৫০%	৩৯.৬০%	১০.১০%	১৯.৩০%	৫১.৪০%	৩৯.১০%
সিলেট	৫১.৭০%	২৮.৯০%	১২.৩০%	২৮.১০%	৩৬.৬০%	৩১.৮০%

৪.২ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভারত ও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক

সার্ভে উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক সম্পর্কে। একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ উভয়ের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করাকে সমর্থন করেছে – ভারত (৭২.২%) এবং পাকিস্তান (৬৯.০%)। তবে, ভারত থেকে দূরত্ব তৈরির অনুভূতি সামান্য বেশি (১৩.৯%) পাকিস্তানের তুলনায় (১১.২%)। উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে বিশেষ করে ধর্ম, লিঙ্গ ও উত্তরদাতা ধরন অনুসারে লক্ষণীয় পার্থক্য পাওয়া যায়।

টেবিল ৩: ভারত ও পাকিস্তানের সাথে কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক (সমন্বিত টেবিল)

	ভারত				পাকিস্তান			
বিভাগসমূহ	ভালো সম্পর্ক তৈরি করা উচিত	দূরত্ব তৈরি করা উচিত	সম্পর্ক আগের মতো রাখা উচিত	আমার কোনো মতামত নেই	ভালো সম্পর্ক তৈরি করা উচিত	দূরত্ব তৈরি করা উচিত	সম্পর্ক আগের মতো রাখা উচিত	আমার কোনো মতামত নেই
সামগ্রিক	৭২.২০%	১৩.৯০%	৮.৬০%	৫.৩০%	৬৯.০০%	১১.২০%	১১.৪০%	৮.৪০%
উত্তরদাতা								
পরিবার	৭৩.১০%	১৩.৭০%	৮.১০%	৫.১০%	৬৯.৩০%	১১.৫০%	১০.৭০%	৮.৫০%
বিশ্ববিদ্যালয়	৬৪.৪০%	১৫.১০%	১২.৮০%	৭.৭০%	৬৬.৪০%	৮.০০%	১৭.৬০%	৮.০০%
লিঙ্গ								
নারী	৭৫.৮০%	১০.১০%	৬.৮০%	৭.৩০%	৬৮.৭০%	৮.৮০%	১০.২০%	১২.৩০%
পুরুষ	৬৯.৩০%	১৭.০০%	১০.০০%	৩.৭০%	৬৯.৩০%	১৩.২০%	১২.৩০%	৫.২০%
বিভাগ								
বরিশাল	৮০.৬০%	১১.৫০%	৫.৪০%	২.৫০%	৬৮.৭০%	১৬.৯০%	৮.৩০%	৬.১০%
চট্টগ্রাম	৬৫.৪০%	১৬.৩০%	১৩.৪০%	৪.৮০%	৬৭.২০%	১২.১০%	১৩.৪০%	৭.৪০%
ঢাকা	৭৩.৯০%	১৪.২০%	৭.০০%	৪.৮০%	৬৮.৬০%	১২.৯০%	১১.৪০%	৭.১০%
খুলনা	৭৪.২০%	১০.৬০%	৭.৪০%	৭.৮০%	৬৫.৮০%	১০.২০%	১১.৫০%	১২.৬০%
ময়মনসিংহ	৮২.৯০%	৯.৭০%	৩.৯০%	৩.৫০%	৭৯.০০%	৯.০০%	৪.৮০%	৭.১০%
রাজশাহী	৭০.৪০%	১৫.২০%	৮.০০%	৬.৫০%	৭৪.৭০%	৮.৯০%	৮.২০%	৮.১০%
রংপুর	৭১.০০%	১৪.৭০%	৮.৮০%	৫.৫০%	৬৬.১০%	৯.২০%	১৪.১০%	১০.৬০%
সিলেট	৭১.০০%	১৩.০০%	৯.৭০%	৬.৩০%	৬৫.৪০%	৮.২০%	১৬.০০%	১০.৩০%
ধর্ম								
ইসলাম	৬৯.৯০%	১৫.৫০%	৯.০০%	৫.৬০%	৭১.২০%	১০.২০%	১০.৫০%	৮.০০%
হিন্দু	৮৮.৯০%	১.৬০%	৫.৭০%	৩.৯০%	৫২.২০%	১৮.৭০%	১৬.৩০%	১২.৮০%
খ্রিস্টান	৯৩.৫০%	০.০০%	৬.৫০%	০.০০%	৪৮.৪০%	২২.৬০%	১৯.৪০%	৯.৭০%
বৌদ্ধ	৯৩.৯০%	১.৪০%	৩.৪০%	১.৪০%	৫৮.৫০%	১১.৬০%	২৫.৯০%	৪.১০%

ধর্মভিত্তিক বিভাজন সবচেয়ে লক্ষণীয় ফলাফল। যেখানে ৬৯.৮৯% মুসলমান ভারত সাথে ভালো সম্পর্ক সমর্থন করে, সেখানে বিপুল ৮৮.৮৭% হিন্দু তা করে। মাত্র ১.৬০% হিন্দু ভারত থেকে দূরত্ব চায়, যেখানে মুসলমানদের মধ্যে এই হার ১৫.৫৩%। পাকিস্তান প্রসঙ্গে গতিশীলতা বিপরীত হয়। ৭১.২৩% মুসলমান পাকিস্তানের সাথে ভালো সম্পর্ক সমর্থন করে, কিন্তু মাত্র ৫২.১৭% হিন্দু একমত। একটি উল্লেখযোগ্য ১৮.৬৮% হিন্দু পাকিস্তান থেকে দূরত্ব সমর্থন করে, যেখানে মুসলমানদের মধ্যে এই হার ১০.২৫%।

৪.৩ ভোটের সিদ্ধান্ত ভোটের সিদ্ধান্তের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন বিষয়গুলো তাদের ভোটের সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে, প্রার্থীর যোগ্যতা (৬৫.৫%) ব্যাপকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আধিপত্য করে। প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ (১৪.৮%) এবং দলের নির্বাচনী প্রতীক (১৪.৭%) হলো গৌণ কারণ, আর দলের ইশতেহার সবচেয়ে কম গুরুত্ব পায় (৫.০%)।

টেবিল ৪: ভোটের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (সামগ্রিক)

বিষয়	শতকরা হার
প্রার্থীর যোগ্যতা	৬৫.৫০%
প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	১৪.৮০%
দলের নির্বাচনী প্রতীক	১৪.৭০%
দলের ইশতেহার	৫.০০%
(n)	১০৪১৩

বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতারা প্রার্থীর যোগ্যতার (৬৯.১৬%) এবং ইশতেহারের (৭.৭৮%) উপর সাধারণ পরিবারের উত্তরদাতাদের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেয় (৬৫.১১% এবং ৪.৬৬% যথাক্রমে)। বিপরীতে, পরিবারের উত্তরদাতাদের জন্য দলের প্রতীক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ (১৫.৪৪%) বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতাদের তুলনায় (৮.১৮%)।

টেবিল ৫: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (উত্তরদাতা ধরন অনুযায়ী)

উত্তরদাতার ধরন	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
পরিবারভিত্তিক জরিপ	১৫.৪০%	৪.৭০%	৬৫.১০%	১৪.৮০%	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	৮.২০%	৭.৮০%	৬৯.২০%	১৪.৯০%	১০১৫

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচনের পছন্দ পুরুষ ও নারীদের মধ্যে প্রায় একই।

টেবিল ৬: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (লিঙ্গ অনুযায়ী)

লিঙ্গ	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	মোট
নারী	১৪.১০%	৪.৯০%	৬৫.৫০%	১৫.৫০%	৪৭২৯
পুরুষ	১৫.১০%	৫.১০%	৬৫.৫০%	১৪.২০%	৫৬৩৯

প্রজন্মগত পার্থক্য স্পষ্ট। বুমার+ দলীয় প্রতীকের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে (১৭.৯৯%)। বিপরীতে, জেন জি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় প্রতীকে (১২.১৪%) এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজকে (১৭.০৪%), যা ইঙ্গিত করে তরুণ ভোটারদের মধ্যে বেশি কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক মূল্যায়ন।

টেবিল ৭: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (বয়স গ্রুপ অনুযায়ী)

য়সের গ্রুপ	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
জেন জি	১২.১০%	৪.৯০%	৬৫.৯০%	১৭.০০%	৩৯১৪
মিলেনিয়ালস	১৬.১০%	৪.৮০%	৬৪.৯০%	১৪.২০%	২৯৭৯
জেন এক্স	১৪.৬০%	৫.৯০%	৬৬.১০%	১৩.৪০%	১৬০২
বুমার +	১৭.৯৯%	৪.৪০%	৬৫.২০%	১২.৪০%	১৯১৮

বিভাগীয় ফলাফলগুলো আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈচিত্র্য প্রতিফলিত করে। ময়মনসিংহ (৭৮.০৬%) ও সিলেট (৭৭.৬২%) প্রার্থীর যোগ্যতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। স্পষ্ট বৈপরীত্যে, চট্টগ্রাম যোগ্যতাকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় (৫৩.৪৪%) এবং দলের প্রতীককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় (১৯.০৫%)। চট্টগ্রাম এছাড়াও দলের ইশতেহারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখায় (১০.১৫%)।

টেবিল ৮: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (বিভাগ অনুযায়ী)

বিভাগ	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
বরিশাল	১৪.৪০%	২.৩০%	৬৮.৩০%	১৪.৯০%	৫৫৬
চট্টগ্রাম	১৯.০০%	১০.২০%	৫৩.৪০%	১৭.৪০%	২১৩৭
ঢাকা	১৭.০০%	৪.২০%	৬৪.৩০%	১৪.৫০%	২৬৬১
খুলনা	১৩.৫০%	৩.৩০%	৬৬.৪০%	১৬.৯০%	১১৬৯
ময়মনসিংহ	৫.৪০%	৮.১০%	৭৮.১০%	৮.৫০%	৭৪৩
রাজশাহী	১৪.৬০%	২.৩০%	৭১.১০%	১২.০০%	১৩৫৩
রংপুর	১১.৫০%	২.৩০%	৬৬.৯০%	১৯.৩০%	১১৪৬
সিলেট	১০.৩০%	৩.২০%	৭৭.৬০%	৮.৮০%	৬৪৮

শিক্ষার স্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে, নির্বাচনী প্রতীকের গুরুত্ব কমে যায় (শিক্ষাহীনদের ১৮.৩% থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের ১০.২%) এবং ইশতেহারের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় (শিক্ষাহীনদের ৩.৫% থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের ১৩.৪%)।

টেবিল ৯: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (শিক্ষার স্তর অনুযায়ী)

শিক্ষার স্তর	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
কোনো শিক্ষা নেই বা প্রি-স্কুল	১৮.৩০%	৩.৫০%	৬৫.০০%	১৩.২০%	১৫৩৪
কিছুটা পড়াশোনা করেছে কিন্তু প্রাইমারি সম্পন্ন করেনি	১৮.৯০%	৩.৬০%	৬৩.৭০%	১৩.৭০%	১০২০
প্রাইমারি সম্পন্ন করেছে কিন্তু সেকেন্ডারি সম্পন্ন করেনি	১৫.৭০%	৩.৫০%	৬৫.৪০%	১৫.৪০%	৩৩৮৩
সেকেন্ডারি	১৩.২০%	৫.৭০%	৬৫.৫০%	১৫.৬০%	১৩৭৮
হায়ার সেকেন্ডারি	১০.৩০%	৫.২০%	৬৯.১০%	১৫.৪০%	১৮৭৩
ভোকেশনাল	১২.৭০%	১০.৯০%	৫০.৯০%	২৫.৫০%	৫৫
ব্যাচেলর	১৩.৬০%	৯.৪০%	৬২.৮০%	১৪.১০%	৭৯৪
মাস্টার্স	১০.২০%	১৩.৪০%	৬৩.১০%	১৩.৪০%	৩৭৪

শিক্ষার্থীরা দলের প্রতীকের উপর সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয় (৯.২%)। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা ইশতেহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় (২০.৭%)।

টেবিল ১০: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (পেশা অনুযায়ী)

পেশা	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
ব্যবসা	১৫.৬০%	৪.৬০%	৬৪.৯০%	১৪.৮০%	১৬৮১
সৃজনশীল ও পারফর্মিং শিল্পী	২৪.৪০%	১৫.৬০%	৫১.১০%	৮.৯০%	৪৫
কৃষক	১৬.৯০%	২.৭০%	৬৯.৫০%	১০.৯০%	১০৩৫
সরকারি চাকরি	১১.৮০%	৮.৮০%	৭০.৬০%	৮.৮০%	১০২
স্বাস্থ্য পেশাজীবী	২৫.৫০%	১৭.০০%	৪৮.৯০%	৮.৫০%	৪৭
গৃহিণী	১৫.৩০%	৪.২০%	৬৫.৮০%	১৪.৭০%	৩৪২৭
শ্রমিক	১৭.১০%	২.৯০%	৬৩.৪০%	১৬.৬০%	৮২০
অন্যান্য	১৫.২০%	৬.৫০%	৬৩.৭০%	১৪.৬০%	৩৩৬
বেসরকারি চাকরি ও এনজিও	১৩.৭০%	৬.২০%	৬৪.৬০%	১৫.৫০%	৫৯৩

পেশা	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
খুচরা ব্যবসায়ী	২০.৯০%	৯.৩০%	৫৭.০০%	১২.৮০%	৮৬
শিক্ষার্থী	৯.২০%	৬.২০%	৬৭.৯০%	১৬.৬০%	১৭০০
শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ	১৩.২০%	২০.৭০%	৫২.৯০%	১৩.২০%	১২১
বেকার	১৭.১০%	৫.২০%	৬০.৫০%	১৭.১০%	৪২০

হিন্দু উত্তরদাতারা দলের প্রতীককে উল্লেখযোগ্যভাবে কম গুরুত্ব দেয় (৯.৭%) মুসলমান উত্তরদাতাদের তুলনায় (১৫.৪%) এবং প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজে বেশি গুরুত্ব দেয় (২০.০% বনাম ১৪.২%)।

টেবিল ১১: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (ধর্ম অনুযায়ী)

ধর্ম	দলের নির্বাচনী প্রতীক	দলের ইশতেহার	প্রার্থীর যোগ্যতা	প্রার্থীর পূর্ববর্তী কাজ	(n)
ইসলাম	১৫.৪০%	৫.১০%	৬৫.৪০%	১৪.২০%	৯১৭৪
হিন্দু	৯.৭০%	৪.২০%	৬৬.০০%	২০.০০%	১০৬০
খ্রিস্টান	৯.৭০%	০.০০%	৭৪.২০%	১৬.১০%	৩১
বৌদ্ধ	১১.৬০%	৫.৪০%	৬৯.৪০%	১৩.৬০%	১৪৭

৪.৪ রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সন্তুষ্টি

উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গত এক বছরের কার্যক্রম ও প্রোগ্রামগুলো নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি সম্পর্কে। আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হয়েছে "একেবারেই নয়" (৩৩.৪৩%), তারপর বিএনপি (২৭.৬৪%), জামায়াত (১৯.৭%), এনসিপি (১৭%)। লক্ষণীয়ভাবে, জামায়াতে ইসলামী সর্বাধিক সম্মিলিত "উচ্চ সন্তুষ্টি" ("অনেক" + "শতভাগ") রেটিং অর্জন করেছে (৩০.৩৪%)। পরবর্তী হলো এনসিপি (২২.৮৮%), তারপর বিএনপি (২০.৯৮%)। আওয়ামী লীগের সর্বনিম্ন সম্মিলিত উচ্চ সন্তুষ্টি রয়েছে (১৫.৫২%)।

টেবিল ১২: রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সামগ্রিক সন্তুষ্টি

সন্তুষ্টির স্তর	বিএনপি (%)	জামায়াতে ইসলামী (%)	আওয়ামী লীগ (%)	এনসিপি (%)
একেবারেই নয়	২৭.৬৪	১৯.৭৪	৩৩.৪৩	১৭.০৪
সামান্য	১৩.৬	১১.১২	১০.২৭	৯.৫৪
মোটামুটি	১৮.৩৯	১৭.০৫	১০.৫৮	১৭.৪২
অনেক	১২.৮১	১৬.৬৬	৯.২১	১৩.৮১
শতভাগ	৮.১৭	১৩.৬৮	৬.৩১	৯.০৭
আমি বলতে পারি না	১৪.৪৯	১৪.১১	২০.১৬	২১.৪৭
আমি আমার এলাকায় এই দলের কার্যক্রম দেখিনি	৪.৯	৭.৬৩	১০.০৫	১১.৬৬
মোট উত্তরদাতা	১০৪১৩.	১০৪১৩.	১০৪১৩.	১০৪১৩.

পুরুষরা উভয় ক্ষেত্রেই বেশি অসন্তুষ্টি ("একেবারেই নয়") এবং বেশি সন্তুষ্টি ("অনেক" ও "শতভাগ") জানিয়েছে বিএনপি, এনসিপি ও জামায়াতের গত এক বছরের পারফরম্যান্সে নারীদের (২৫.৫%) তুলনায়।

টেবিল ১৩: লিঙ্গ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের প্রতি সন্তুষ্টি

দল	লিঙ্গ	একেবারেই নয়	সামান্য	মোটামুটি	অনেক	শতভাগ	আমি বলতে পারি না	আমি আমার এলাকায় এই দলের কার্যক্রম দেখিনি	মোট
বিএনপি	নারী	২৫.৫০%	১৪.৩০%	১৮.৭০%	১২.৩০%	৮.২০%	১৫.৪০%	৫.৬০%	৪৭২৯
	পুরুষ	২৯.৩০%	১৩.০০%	১৮.১০%	১৩.৩০%	৮.২০%	১৩.৮০%	৪.৪০%	৫৬৩৯
আওয়ামী লীগ	নারী	৩১.৭০%	১১.২০%	১১.৬০%	৯.২০%	৬.৭০%	১৯.৯০%	৯.৭০%	৪৭২৯
	পুরুষ	৩৪.৮০%	৯.৪০%	৯.৮০%	৯.৩০%	৬.০০%	২০.৪০%	১০.৪০%	৫৬৩৯
এনসিপি	নারী	১৫.৪০%	৯.২০%	১৬.৯০%	১৩.০০%	৯.২০%	২৪.৪০%	১১.৯০%	৪৭২৯
	পুরুষ	১৮.১০%	৯.৯০%	১৭.৯০%	১৪.৬০%	৯.০০%	১৯.০০%	১১.৪০%	৫৬৩৯
জামায়াতে ইসলামী	নারী	১৮.৫০%	১১.০০%	১৬.৮০%	১৫.২০%	১৩.৩০%	১৬.৫০%	৮.৭০%	৪৭২৯
	পুরুষ	২০.৬০%	১১.২০%	১৭.৩০%	১৭.৯০%	১৪.১০%	১২.১০%	৬.৭০%	৫৬৩৯

বিএনপির প্রতি সন্তুষ্টির মাত্রা শহর ও গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। শহরের উত্তরদাতারা এনসিপির প্রতি বেশি সন্তুষ্টি দেখিয়েছে ("অনেক" ১৬.৪%) গ্রামীণ উত্তরদাতাদের তুলনায় (১২.৭%)। শহরের উত্তরদাতারা জামায়াতের প্রতি বেশি সন্তুষ্টি ("অনেক" ১৮.১%) এবং কম অসন্তুষ্টি (১৭.৮%) দেখিয়েছে, যেখানে গ্রামীণ উত্তরদাতাদের সন্তুষ্টি (১৬.০%) ও অসন্তুষ্টি (২০.৬%)।

টেবিল ১৪: এলাকা অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের প্রতি সন্তুষ্টি

দল	এলাকা	একেবারেই নয়	সামান্য	মোটামুটি	অনেক	শতভাগ	আমি বলতে পারি না	আমি আমার এলাকায় এই দলের কার্যক্রম দেখিনি	মোট
বিএনপি	শহর	২৭.৯০%	১২.৮০%	১৮.৮০%	১৩.৪০%	৮.৯০%	১৩.৪০%	৪.৮০%	৩১৭৭
	গ্রাম	২৭.৫০%	১৩.৯০%	১৮.২০%	১২.৬০%	৭.৮০%	১৫.০০%	৪.৯০%	৭২৩৬
আওয়ামী লীগ	শহর	৩৩.০০%	৯.৭০%	৯.৯০%	১১.০০%	৬.৯০%	১৮.৬০%	১১.০০%	৩১৭৭
	গ্রাম	৩৩.৬০%	১০.৫০%	১০.৯০%	৮.৪০%	৬.১০%	২০.৮০%	৯.৬০%	৭২৩৬
এনসিপি	শহর	১৭.৪০%	১০.৪০%	১৮.৯০%	১৬.৪০%	৯.৪০%	১৬.৭০%	১০.৯০%	৩১৭৭
	গ্রাম	১৬.৯০%	৯.২০%	১৬.৮০%	১২.৭০%	৮.৯০%	২৩.৫০%	১২.০০%	৭২৩৬

জামায়াতে ইসলামী	শহর	১৭.৮০%	১১.৩০%	১৮.৩০%	১৮.১০%	১৩.৪০%	১৩.৮০%	৭.৩০%	৩১৭৭
	গ্রাম	২০.৬০%	১১.০০%	১৬.৫০%	১৬.০০%	১৩.৮০%	১৪.৩০%	৭.৮০%	৭২৩৬
ইসলামী আন্দোলন	শহর	১৩.৬০%	৮.২০%	১৫.০০%	১৮.৫০%	১৩.২০%	১৯.৫০%	১২.১০%	৩১৭৭
	গ্রাম	১৫.৫০%	১১.১০%	১৫.১০%	১৫.৫০%	১১.২০%	১৮.৭০%	১২.৯০%	৭২৩৬

বিএনপির প্রতি সন্তুষ্টির মাত্রা বয়স গ্রুপে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। জেন জি এনসিপির প্রতি সর্বাধিক সম্পৃক্ততা দেখিয়েছে, সর্বাধিক মধ্যম সন্তুষ্টি (১৯.৫% "মোটামুটি") এবং "অনেক" (১৪.৯%) রিপোর্ট করেছে। জামায়াতের প্রতি সন্তুষ্টি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। জেন জি সর্বাধিক "অনেক" সন্তুষ্টি (১৬.৯%) জানিয়েছে।

টেবিল ১৫: বয়স অনুযায়ী রাজনৈতিক দলের প্রতি সন্তুষ্টি

দল	বয়সের গ্রুপ	একেবারেই নয়	সামান্য	মোটামুটি	অনেক	শতভাগ	আমি বলতে পারি না	আমি আমার এলাকায় এই দলের কার্যক্রম দেখিনি	মোট
বিএনপি	জেন জি	২৭.৩০%	১৩.৯০%	১৮.৮০%	১২.৩০%	৭.৪০%	১৫.০০%	৫.৩০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	২৭.৭০%	১৪.০০%	১৭.৯০%	১২.৪০%	৯.২০%	১৪.১০%	৪.৬০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	২৮.৩০%	১২.৫০%	১৮.১০%	১৪.৪০%	৭.৯০%	১৪.২০%	৪.৭০%	২০৫৯
	বুমার+	২৭.৪০%	১৩.৫০%	১৯.১০%	১২.৭০%	৮.১০%	১৪.৫০%	৪.৮০%	৯৬৫
আওয়ামী লীগ	জেন জি	৩৩.৪০%	৯.৮০%	১১.১০%	৯.১০%	৬.৬০%	১৯.৮০%	১০.১০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	৩৩.৮০%	১০.০০%	১০.৪০%	১০.১০%	৬.৪০%	১৯.৮০%	৯.৫০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	৩৩.২০%	১১.২০%	১০.২০%	৮.৯০%	৬.৪০%	১৯.৮০%	১০.২০%	২০৫৯
	বুমার+	৩২.৫০%	১১.২০%	৯.৭০%	৭.০০%	৪.২০%	২৩.৭০%	১১.৫০%	৯৬৫
এনসিপি	জেন জি	১৬.৯০%	১০.৪০%	১৯.৫০%	১৪.৯০%	৮.৪০%	১৯.৩০%	১০.৬০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	১৭.০০%	৯.২০%	১৬.৯০%	১৩.৯০%	৯.৯০%	২২.১০%	১১.০০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	১৭.৬০%	৮.৮০%	১৫.৫০%	১২.৬০%	৯.২০%	২৩.৪০%	১২.৮০%	২০৫৯
	বুমার+	১৬.৪০%	৮.৬০%	১৪.৬০%	১১.৭০%	৮.৬০%	২৪.২০%	১৫.৯০%	৯৬৫
জামায়াতে ইসলামী	জেন জি	১৯.৩০%	১১.২০%	১৭.৮০%	১৬.৯০%	১৩.০০%	১৪.৫০%	৭.৪০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	১৯.৭০%	১১.৪০%	১৭.৪০%	১৬.৫০%	১৪.৫০%	১৩.৪০%	৭.০০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	২১.৪০%	১০.৮০%	১৬.৪০%	১৫.৫০%	১৩.৮০%	১৩.৬০%	৮.৫০%	২০৫৯
	বুমার+	১৮.০০%	১০.৭০%	১৪.০০%	১৮.৭০%	১৩.৩০%	১৬.৩০%	৯.১০%	৯৬৫

ধর্ম অনুযায়ী সন্তুষ্টিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা গেছে। মুসলমানরা জামায়াতে ইসলামী নিয়ে বেশি সন্তুষ্টি জানিয়েছে (সম্মিলিত অনেক + শতভাগ: ৩১.১৭%) হিন্দুদের তুলনায় (২২.১৭%)। তবে জামায়াতের কার্যক্রমের প্রতি মোট অসন্তুষ্টি (একেবারেই নয়) মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সমান।

টেবিল ১৬: ধর্ম অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী নিয়ে সন্তুষ্টি

ধর্ম	একেবারেই নয় (%)	সামান্য (%)	মোটামুটি (%)	অনেক (%)	শতভাগ (%)	আমি বলতে পারি না (%)	আমি আমার এলাকায় এই দলের কার্যক্রম দেখিনি (%)	n
ইসলাম	১৯.৮	১১.৬৪	১৭.২১	১৭.০৩	১৪.১৪	১৩.০৭	৭.১২	৯১৭৪
হিন্দু	২০.৫৭	৭.০৮	১৭.০৮	১৩.১১	৯.০৬	২২.৯২	১০.১৯	১০৬০
খ্রিস্টান	১২.৯	২২.৫৮	৩.২৩	২২.৫৮	৬.৪৫	২৫.৮১	৬.৪৫	৩১
বৌদ্ধ	১২.২৪	৪.৭৬	৯.৫২	১৮.৩৭	২০.৪১	১২.৯৩	২১.৭৭	১৪৭

৪.৫ জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ

উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের (এএল) অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাদের মতামত। সামগ্রিকভাবে, উত্তরগুলো প্রায় সমানভাবে বিভক্ত: ৪৫.৭৯% বিশ্বাস করে যে সব দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত, অন্যদিকে প্রায় অভিন্ন ৪৫.৫৮% বিশ্বাস করে যে বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

টেবিল ১৭ এ: আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ বিষয়ে সামগ্রিক মতামত

মতামত	শতাংশ (%)
সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত	৪৫.৭৯
বিচার হওয়ার আগে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়	৪৫.৫৮
আমার কোনো মতামত নেই	৮.৬৩
(n)	১০৪১৩

টেবিল ১৭ বি: আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ বিষয়ে সামগ্রিক মতামত – ছাত্র বনাম অন্যান্য

	ছাত্র	অন্যান্য	মোট
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য সকল দলকে সুযোগ দেওয়া উচিত	৩৪.৬০%	৪৮.১০%	৪৫.৮০%
বিচার হওয়ার আগে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়	৫৭.২০%	৪৩.২০%	৪৫.৬০%
আমার কোনো মতামত নেই	৮.২০%	৮.৭০%	৮.৬০%
(n)	১৭৫৮	৮৬৫৫	১০৪১৩

একটি তীব্র বৈপরীত্য বিদ্যমান পরিবারের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে। যেখানে পরিবারের উত্তরদাতারা সামান্যভাবে অন্তর্ভুক্তির দিকে ঝুঁকেছে (৪৭.৭০%), সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতারা ব্যাপকভাবে প্রথমে জবাবদিহিতার পক্ষে, যেখানে ৬৩.০৫% জানিয়েছে যে এএলকে বিচার পূর্বে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয়।

টেবিল ১৮: উত্তরদাতা ধরন অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত

উত্তরদাতার ধরন	সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত (%)	বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয় (%)	আমার কোনো মতামত নেই (%)	N
পরিবারভিত্তিক জরিপ	৪৭.৭	৪৩.৬৯	৮.৬১	৯৩৯৮
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	২৮.০৮	৬৩.০৫	৮.৮৭	১০১৫

পুরুষদের তুলনায় বেশি সংখ্যক নারী মনে করে যে বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

টেবিল ১৯: লিঙ্গ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত

উত্তরদাতার লিঙ্গ	সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত (%)	বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয় (%)	আমার কোনো মতামত নেই (%)	N
নারী	৪৭.৩	৪১.৫৯	১১.১	৪৭২৯
পুরুষ	৪৪.৪২	৪৮.৯৮	৬.৬	৫৬৩৯

শহরের উত্তরদাতারা বেশি প্রবণতা দেখিয়েছে এএল-এর বিচার পূর্বে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করতে (৪৮.৪৪%) গ্রামীণ এলাকার তুলনায় (৪৪.৩২%)।

টেবিল ২০: ভৌগোলিক এলাকা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত

গোলিক এলাকা	সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত (%)	বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয় (%)	আমার কোনো মতামত নেই (%)	n
শহর	৪৩.৫	৪৮.৪৪	৮.০৬	৩১৭৭
গ্রাম	৪৬.৭৯	৪৪.৩২	৮.৮৯	৭২৩৬

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের বিরোধিতা হ্রাস পায়।

টেবিল ২১: বয়স গ্রুপ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত

বয়সের গ্রুপ	সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত (%)	বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয় (%)	আমার কোনো মতামত নেই (%)	n
জেন জি	৪৩.৫৪	৪৯.	৭.৪৬	৩৯১৪
মিলেনিয়ালস	৪৭.৬৭	৪৩.৬১	৮.৭৩	২৯৭৯
জেন এক্স	৪৭.১৩	৪৩.৩৮	৯.৪৯	১৬০২
বুমার +	৪৬.৩৫	৪৩.৪৮	১০.১৭	১৯১৮

বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক মেরুকরণ প্রকাশ পায়। রাজশাহী (৫৫.২৮%) এবং চট্টগ্রাম (৫০.৬৩%) বিচার পূর্বে এএল-এর অংশগ্রহণের বিরোধিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেখায়। বিপরীতে, বরিশাল এএল-এর অন্তর্ভুক্তির সবচেয়ে শক্ত সমর্থন দেখায় (৫৮.৪৫%) এবং সর্বনিম্ন বিরোধিতা (৩৪.৭১%)।

টেবিল ২২: বিভাগ অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ বিষয়ে মতামত

বিভাগ	সকল দলকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া উচিত (%)	বিচার পূর্বে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত নয় (%)	আমার কোনো মতামত নেই (%)	n
বরিশাল	৫৮.৪৫	৩৪.৭১	৬.৮৩	৫৫৬
চট্টগ্রাম	৪২.৬৮	৫০.৬৩	৬.৬৯	২১৩৭
ঢাকা	৪৯.৯৪	৪২.৬২	৭.৪৪	২৬৬১
খুলনা	৪৮.২৫	৪১.৭৫	১০.০১	১১৬৯
ময়মনসিংহ	৫০.৪৭	৪১.৩২	৮.২১	৭৪৩
রাজশাহী	৩৫.২৫	৫৫.২৮	৯.৪৬	১৩৫৩
রংপুর	৪১.৯৭	৪৬.২৫	১১.৭৮	১১৪৬
সিলেট	৪৭.০৭	৪০.৭৪	১২.১৯	৬৪৮

৪.৬ ভোটের অভিপ্রায় এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভিত্তিক ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত

উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কি আগামী সংসদ নির্বাচনে কোন দলে ভোট দেবেন তা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা – উভয় PEPS রাউন্ড ১ ও ২ তে। ভোটারদের দৃঢ়তা সামান্য কমেছে। রাউন্ড ২ এ, ৫৭.৮% উত্তরদাতা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাকে ভোট দেবেন, যা রাউন্ড ১ এর ৬২.০% থেকে কম।

টেবিল ২৩: ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত (তুলনামূলক): প্রকাশিত বনাম অপ্রকাশিত

পছন্দ	রাউন্ড ১ (%)	রাউন্ড ২ (%)
প্রকাশিত	৬৫.৭	৮৩.২
অপ্রকাশিত	৩৪.৩	১৬.৮
(N - সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোটার)	৬৬৩১	৫৬৭৩

যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের মধ্যে, আমাদের বিশ্লেষণ আরও খুঁজে দেখে কত শতাংশ তাদের পছন্দ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোটারদের মধ্যে তাদের পছন্দ প্রকাশ করার ইচ্ছায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। রাউন্ড ২ এ, ৮৩.২% সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোটার তাদের পছন্দ প্রকাশ করেছে, যা রাউন্ড ১ এর ৬৫.৭% থেকে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

টেবিল ২৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোটারদের মধ্যে প্রকাশিত ভোটের পছন্দ (তুলনামূলক)

উত্তরদাতার ধরন	হ্যাঁ (%)	না (%)	আমি বলতে চাই না (%)	N
পরিবারভিত্তিক জরিপ	৫৮.৯৭	৩১.৫৪	৯.৪৯	৮৯৬০
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	৪৫.৩৯	৪৩.৭৬	১০.৮৫	৮৫৭

পরিবারের উত্তরদাতারা অনেক বেশি দৃঢ় (৫৮.৯৭% হ্যাঁ) বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতাদের তুলনায়। একটি উচ্চ শতাংশ, ৪৩.৭৬% বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতা এখনো সিদ্ধান্ত নেননি।

টেবিল ২৫: উত্তরদাতা ধরন অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত

উত্তরদাতার ধরন	হ্যাঁ (%)	না (%)	আমি বলতে চাই না (%)	n
পরিবারভিত্তিক জরিপ	৫৮.৯৭	৩১.৫৪	৯.৪৯	৮৯৬০
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	৪৫.৩৯	৪৩.৭৬	১০.৮৫	৮৫৭

পুরুষরা নারীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দৃঢ়। ৬৩.০৬% পুরুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে মাত্র ৫১.৫৭% নারী।

টেবিল ২৬: লিঙ্গ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত

উত্তরদাতার লিঙ্গ	হ্যাঁ (%)	না (%)	আমি বলতে চাই না (%)	n
নারী	৫১.৫৭	৩৭.৮৮	১০.৫৫	৪৪৮৫
পুরুষ	৬৩.০৬	২৮.১৫	৮.৭৯	৫২৯০

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। জেন জি হলো সবচেয়ে কম সিদ্ধান্ত নেওয়া গ্রুপ (৫৪.১৯% হ্যাঁ), যেখানে জেন এক্স (৬১.১২% হ্যাঁ) এবং বুমার+ (৬০.০৬% হ্যাঁ) সবচেয়ে বেশি দৃঢ়।

টেবিল ২৭: বয়স গ্রুপ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত

বয়সের গ্রুপ	হ্যাঁ (%)	না (%)	আমি বলতে চাই না (%)	n
জেন জি	৫৪.১৯	৩৬.৩৪	৯.৪৭	৩৫৮০
মিলেনিয়ালস	৫৯.০৩	৩১.১৪	৯.৮৪	২৮৩৬
জেন এক্স	৬১.১২	২৯.১৩	৯.৭৫	১৫৩৮
বুমার +	৬০.০৬	৩০.৫৪	৯.৩৯	১৮৬৩

রাজশাহী (৬৫.০৫%) এবং চট্টগ্রাম (৬৩.৭০%) সর্বোচ্চ ভোটার দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। সিলেট (৩৯.১৮% হ্যাঁ) এবং খুলনা (৪৭.১২% হ্যাঁ) সবচেয়ে কম দৃঢ়, এবং এরা সবচেয়ে বেশি শতাংশে তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক (প্রায় ১৭.৭%)।

টেবিল ২৮: বিভাগ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত

বিভাগ	হ্যাঁ (%)	না (%)	আমি বলতে চাই না (%)	N
বরিশাল	৫৮.০৬	৩৯.০৯	২.৮৫	৫২৭
চট্টগ্রাম	৬৩.৭	২৬.৭৪	৯.৫৬	১৯৫৬
ঢাকা	৬০.৬৫	৩৩.৪৭	৫.৮৮	২৫১৬
খুলনা	৪৭.১২	৩৫.১৬	১৭.৭২	১১১২
ময়মনসিংহ	৬০.৬১	২৬.১২	১৩.২৭	৭১৬
রাজশাহী	৬৫.০৫	২৭.৩১	৭.৬৪	১২৯৬
রংপুর	৫০.৯	৪০.২	৮.৯	১১১২
সিলেট	৩৯.১৮	৪৩.১৩	১৭.৭	৫৮২

ভোট না দেওয়ার কারণসমূহ

যে উত্তরদাতারা জানিয়েছে তারা ভোট দেবে না (N=392), তাদের কারণগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছিল (একাধিক উত্তর অনুমোদিত)। ভোট না দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে নিরাপত্তা উদ্বেগ (৩২.৬৫%)। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আস্থার অভাব (২০.৪১%) এবং তাদের পছন্দের দল অংশ নেবে কিনা সেই অনিশ্চয়তা (২০.১৫%) পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কারন।

টেবিল ২৯: ভোট না দেওয়ার সামগ্রিক কারন

কারণ	শতকরা হার (%)
নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ	৩২.৬৫
মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আস্থার অভাব	২০.৪১
নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা	২০.১৫
অন্যান্য	১৬.০৭
আমি মনে করি আমার ভোটের কোনো মূল্য নেই	১৩.৭৮
জাল ভোট নিয়ে উদ্বেগ	১০.৯৭
বিকল্প রাজনৈতিক দল দেখতে পাই না	১০.২
মোট উত্তরদাতা	৩৯২

পরিবারের উত্তরদাতারা তাদের প্রিয় দলের অংশগ্রহণ নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন (২৪.৬৫%) বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতাদের তুলনায় (৮.৩৩%)।

টেবিল ৩০: উত্তরদাতা ধরন অনুযায়ী ভোট না দেওয়ার কারন

উত্তরদাতার ধরন	মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আস্থার অভাব (%)	বিকল্প রাজনৈতিক দল দেখতে পাই না (%)	নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা (%)	আমি মনে করি আমার ভোটের কোনো মূল্য নেই (%)	নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ (%)	জাল ভোট নিয়ে উদ্বেগ (%)	অন্যান্য (%)	N
পরিবারভিত্তিক জরিপ	১৯.৩৭	৯.৮৬	২৪.৬৫	১২.৩২	৩৫.৫৬	১১.৯৭	১৪.০৮	২৮৪
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	২৩.১৫	১১.১১	৮.৩৩	১৭.৫৯	২৫.	৮.৩৩	২১.৩	১০৮

নিরাপত্তা উদ্বেগ উভয় নারী ও পুরুষের জন্য প্রধান কারণ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে, নারীদের মধ্যে ৩৩.৫% এবং পুরুষদের মধ্যে ৩১.৯%। সবচেয়ে তীব্র পার্থক্য প্রকাশ পেয়েছে তাদের প্রিয় দল অংশ নেবে কিনা সেই অনিশ্চয়তায়: পুরুষরা এটি অনেক বেশি উল্লেখ করেছে নারীদের তুলনায় (২৪.৭% বনাম ১৩.৫%)। নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি সম্ভাবনা জানিয়েছে যে তারা মনে করে তাদের ভোটের কোনো মূল্য নেই (১৫.৫% বনাম ১২.৮%)।

টেবিল ৩১: লিঙ্গ অনুযায়ী ভোট না দেওয়ার কারন

লিঙ্গ	মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আস্থার অভাব	বিকল্প রাজনৈতিক দল দেখতে পাই না	নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা	আমি মনে করি আমার ভোটের কোনো মূল্য নেই	নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ	জাল ভোট নিয়ে উদ্বেগ	অন্যান্য	মোট
নারী	১৯.৪০%	১২.৯০%	১৩.৫০%	১৫.৫০%	৩৩.৫০%	১১.৬০%	১৮.৭০%	১৫৫
পুরুষ	২১.৩০%	৮.৫০%	২৪.৭০%	১২.৮০%	৩১.৯০%	১০.৬০%	১৪.০০%	২৩৫

কোন দলে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তহীনতার কারনসমূহ

যারা এখনো সিদ্ধান্ত নেয়নি কাকে ভোট দেবে (N=3179), তাদেরকে তাদের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল (একাধিক উত্তর অনুমোদিত)। সিদ্ধান্তহীনতার প্রধান কারণ হলো কৌশলগত বিলম্ব, ৩৩.০৩% জানিয়েছে তারা সাধারণত নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়।

টেবিল ৩২: সিদ্ধান্তহীনতার সামগ্রিক কারন

কারণ	শতকরা হার (%)
আমি সাধারণত নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি	৩৩.০৩
নিশ্চিত নই প্রার্থী কে হবেন	২৪.৭৬
এখনো নির্বাচনের কথা ভাবছি না	২০.৪৫
আমি মন্তব্য করতে চাই না	৯.৩৭
নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা	৬.০৪
আমি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জোট কেমন হবে দেখে সিদ্ধান্ত নেব	৫.৭৬
অন্যান্য	০.৬
মোট উত্তরদাতা	৩১৭৯

বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরদাতারা রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত বিলম্ব করতে অনেক বেশি প্রবণ (৪১.৬৯%) পরিবারের উত্তরদাতাদের তুলনায় (৩১.৯০%)।

টেবিল ৩৩: উত্তরদাতা ধরন অনুযায়ী সিদ্ধান্তহীনতার কারন

উত্তরদাতার ধরন	নিশ্চিত নই প্রার্থী কে হবেন (%)	এখনো নির্বাচনের কথা ভাবছি না (%)	আমি সাধারণত নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করি না (%)	নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা (%)	আমি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জোট কেমন হবে দেখে সিদ্ধান্ত নেব (%)	আমি মন্তব্য করতে চাই না (%)	N
পরিবারভিত্তিক জরিপ	২৫.৬	২০.৬৩	৩১.৯	৬.০৫	৫.৭৬	৯.৫	২৮১২
বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট জরিপ	১৮.২৬	১৯.০৭	৪১.৬৯	৫.৯৯	৫.৭২	৮.৪৫	৩৬৭

উভয় পুরুষ ও নারী সবচেয়ে বেশি বলে থাকে তারা সাধারণত নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে পুরুষদের হার নারীদের তুলনায় বেশি (৩৪.৮% বনাম ৩১.৬%)। লক্ষণীয়ভাবে, নারীরা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি জানিয়েছে যে তারা এখনো নির্বাচনের কথা ভাবছে না (২৩.১% বনাম ১৭.৪%)।

টেবিল ৩৪: কোন দলে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্তহীনতার কারন

	নিশ্চিত নই প্রার্থী কে হবেন	এখনো নির্বাচনের কথা ভাবছি না	আমি সাধারণত নির্বাচন পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি	নিশ্চিত নই আমার পছন্দের দল নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা	আমি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জোট কেমন হবে দেখে সিদ্ধান্ত নেব	আমি মন্তব্য করতে চাই না	অন্যান্য	মোট
নারী	২২.৮০%	২৩.১০%	৩১.৬০%	৫.৯০%	৫.০০%	১০.৮০%	০.৮০%	১৬৯১
পুরুষ	২৬.৯০%	১৭.৪০%	৩৪.৮০%	৬.২০%	৬.৪০%	৭.৮০%	০.৪০%	১৪৭৫

৪.৭ কোন দলকে ভোট দেবেন?

যেসব উত্তরদাতারা ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কোন দলে ভোট দেবেন। ডেটা থেকে দেখা যাচ্ছে ভোটদানের অভিপ্রায়ে পরিবর্তন হয়েছে এবং দুটি জরিপ রাউন্ডের মধ্যে ভোটারদের তাদের পছন্দ প্রকাশ করার ইচ্ছায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। রাউন্ড-২ এ, সব উত্তরদাতা এবং শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নেওয়া ও পছন্দ প্রকাশ করা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিটি বড় দলের ভোট ভাগ বেড়েছে এনসিপি ব্যতীত। এটি আংশিকভাবে রাউন্ড-২ এ পছন্দ প্রকাশের উচ্চতর ইচ্ছা প্রতিফলিত করে।
তবে, শুধুমাত্র প্রকাশিত গোষ্ঠী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিএনপির প্রতি সমর্থন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে (রাউন্ড ১ এ ৪১.৭% বনাম রাউন্ড ২ এ ৪১.৩%)। জামায়াতে ইসলামী'র অংশ সামান্য হ্রাস পেয়েছে (রাউন্ড ১ এ ৩১.৬% বনাম রাউন্ড ২ এ ৩০.৩%)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধিতে দেখা যাচ্ছে (রাউন্ড ১ এ ১৪.০% থেকে রাউন্ড ২ এ ১৮.৮%)।

তালিকা ৩৫: ভোটদানের অভিপ্রায়

[	রাউন্ড-১ (মার্চ ২০২৫) – নমুনায় সকল উত্তরদাতা	রাউন্ড-১ – শুধুমাত্র যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জানিয়েছেন	রাউন্ড-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫) – নমুনায় সকল উত্তরদাতা	রাউন্ড-২ – শুধুমাত্র যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জানিয়েছেন	পরিবর্তন
বিএনপি	১৭.০০% (± ০.৭২)	৪১.৭০% (± ১.৪৯)	১৮.৭০% (± ০.৭৭)	৪১.৩০% (± ১.৪০)	১৭.০০% (± ০.৭২)
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১২.৮০% (± ০.৬৪)	৩১.৬০% (± ১.৪২)	১৩.৮০% (± ০.৬৮)	৩০.৩০% (± ১.৩১)	১২.৮০% (± ০.৬৪)
আওয়ামী লীগ	৫.৭০% (± ০.৪৫)	১৪.০০% (± ০.৬৮)	৮.৫০% (± ০.২৬)	১৮.৮০% (± ০.৫৭)	৫.৭০% (± ০.৪৫)
এনসিপি	২.১০% (± ০.২৮)	৫.১০% (± ০.৬৫)	১.৯০%	৪.১০% (± ০.৬৫)	২.১০% (± ০.২৮)
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১.০০% (± ০.১৯)	২.৫০% (± ০.৪৭)	১.৪০% (± ০.২২)	৩.১০% (± ০.৫৭)	১.০০% (± ০.১৯)
জাতীয় পার্টি	০.৪০% (± ০.১২)	১.০০% (± ০.৩০)	০.৪০% (± ০.১২)	০.৯০% (± ০.২৮)	০.৪০% (± ০.১২)
গণঅধিকার পরিষদ	০.২০% (± ০.০৮)	০.৫০% (± ০.১৫)	০.২০% (± ০.০৮)	০.৫০% (± ০.১৫)	০.২০% (± ০.০৮)

[	রাউন্ড-১ (মার্চ ২০২৫) – নমুনায় সকল উত্তরদাতা	রাউন্ড-১ – শুধুমাত্র যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জানিয়েছেন	রাউন্ড-২ (সেপ্টেম্বর ২০২৫) – নমুনায় সকল উত্তরদাতা	রাউন্ড-২ – শুধুমাত্র যাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং জানিয়েছেন	পরিবর্তন
অন্যান্য	১.৪০% (± ০.২২)	৩.৬০% (± ০.৫৬)	০.৪০% (± ০.১২)	১.০০% (± ০.০৩)	১.৪০% (± ০.২২)
সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু দল প্রকাশ করেনি	২১.৪০% (± ০.৮২)	০.০০%	৯.১০% (± ০.৫৫)	০.০০%	২১.৪০% (± ০.৮২)
সিদ্ধান্ত নেয়নি	২৯.৪০% (± ০.৯০)	০.০০%	৩০.৭০% (± ০.৯০)	০.০০%	২৯.৪০% (± ০.৯০)
সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা তা বলেনি	৮.৬০% (± ০.৫৪)	০.০০%	৯.১০% (± ০.৫৫)	০.০০%	৮.৬০% (± ০.৫৪)
ভোট দেবে না	০.০০%	০.০০%	৩.৮০% (± ০.৩৭)	০.০০%	০.০০%
ভোট দেবে কিনা তা বলেনি	০.০০%	০.০০%	২.০০% (± ০.২৭)	০.০০%	০.০০%
মোট	**১০৬৯৬**	**৪৩৫৪**	**১০৪১৩**	**৪৭২১**	**১০৬৯৬**

নিম্নোক্ত বিশ্লেষণটি ভিত্তি করছে রাউন্ড-২ এর ৪৭২১ জন উত্তরদাতার উপর, যারা তাদের ভোটদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন। গৃহ জরিপ ও বিশ্ববিদ্যালয় জরিপ উত্তরদাতাদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য দেখা যায়। গৃহ উত্তরদাতারা বেশি বিএনপির (৪২.০%) পক্ষে ঝুঁকেছে। বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরদাতারা বিএনপি (৩১.৯%) ও জামায়াতে ইসলামীকে (৩১.২%) সমর্থন করে, তবে তারা এনসিপির জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি সমর্থন দেখিয়েছে (১৮.০%) যা গৃহ উত্তরদাতাদের নমুনার তুলনায় অনেক বেশি।

তালিকা ৩৬এ: উত্তরদাতার ধরণ অনুযায়ী ভোটদানের অভিপ্রায় (শুধুমাত্র প্রকাশিত)

উত্তরদাতার ধরণ	বিএনপি (%)	আওয়ামী লীগ (%)	জামায়াতে ইসলামী (%)	এনসিপি (%)	অন্যান্য (%)	(n)
গৃহ জরিপ	৪২.	১৯.৪	৩০.৩	৩.১	৫.৩	৪৪০৪
বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান জরিপ	৩১.৯	১০.১	৩১.২	১৮.	৮.৮	৩১৭

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে (২৭.৬%) বেশি ভোট পেয়েছে অন্যান্য দলের তুলনায়। এনসিপির জন্য সমর্থনও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশি (১১.৫%) অন্য উত্তরদাতাদের তুলনায় (২.১%) (তালিকা ৪২বি)। বিএনপির সমর্থন বয়সের সাথে বৃদ্ধি পায়, জেনারেশন-জেড এ ৩৪.৩% থেকে বেড়ে বুমারস+ এ ৪৮.৬%। বিপরীতে, জামায়াতে ইসলামীতে সমর্থন সর্বোচ্চ তরুণ প্রজন্মের মধ্যে (৩২.৮%) এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে (সবচেয়ে বয়স্কদের মধ্যে ২৬.৫%)।

তালিকা ৩৬বি: ভোটদানের অভিপ্রায় – শিক্ষার্থী বনাম অন্যান্য

	শিক্ষার্থী	অন্যান্য	মোট
বিএনপি	২৫.৮০%	৩৫.৭০%	৩৪.৪০%
আওয়ামী লীগ	১৩.০০%	১৬.০০%	১৫.৬০%
জাতীয় পার্টি	০.৯০%	০.৮০%	০.৮০%
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	২৭.৬০%	২৪.৯০%	২৫.২০%

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১.৭০%	২.৭০%	২.৫০%
এনসিপি	১১.৫০%	২.১০%	৩.৪০%
এবি পার্টি	০.১০%	০.০০%	০.০০%
গণঅধিকার পরিষদ	০.৯০%	০.৩০%	০.৪০%
গণসম্মতি আন্দোলন	০.৩০%	০.০০%	০.১০%
স্বতন্ত্র প্রার্থী	১.৯০%	০.৪০%	০.৭০%
খেলাফতে মজলিস	০.০০%	০.১০%	০.১০%
জাকের পার্টি	০.০০%	০.০০%	০.০০%
ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ	০.০০%	০.০০%	০.০০%
সিপিবি	০.১০%	০.০০%	০.০০%
আমি মন্তব্য করতে চাই না	১৬.১০%	১৬.৯০%	১৬.৮০%
অন্যান্য	০.০০%	০.০০%	০.০০%
(n)	৭৭৫	৪৮৯৮	৫৬৭৩

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বিএনপির সমর্থন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, জেন জি এর ৩৪.৩% থেকে বুমার+ এ ৪৮.৬%। বিপরীতে, জামায়াতে ইসলামের সমর্থন সর্বাধিক তরুণ প্রজন্মের মধ্যে (৩২.৮%) এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায় (সবচেয়ে বয়স্ক প্রজন্মে ২৬.৫%)।

টেবিল ৩৭: বয়স অনুযায়ী ভোটের অভিপ্রায় (শুধুমাত্র প্রকাশিত)

বয়সের গ্রুপ	বিএনপি (%)	আওয়ামী লীগ (%)	জামায়াতে ইসলামী (%)	এনসিপি (%)	অন্যান্য (%)	(N)
জেন জি	৩৪.৩	১৮.৮	৩২.৮	৬.৮	৭.৩	১৬২২
মিলেনিয়ালস	৪১.৬	১৮.৫	৩১.৪	৩.৩	৫.২	১৩৮৭
জেন এক্স	৪৬.৪	১৮.৮	২৮.	৩.	৩.৯	৭৭৬
বুমার +	৪৮.৬	১৯.	২৬.৫	১.৫	৪.৪	৯৩৬

টেবিল ৩৮: বিভাগ অনুযায়ী ভোটের অভিপ্রায় (শুধুমাত্র প্রকাশিত)

বিভাগ	বিএনপি (%)	আওয়ামী লীগ (%)	জামায়াতে ইসলামী (%)	এনসিপি (%)	অন্যান্য (%)	(N)
বরিশাল	২৮.৭	৩১.৯	২৯.১	৩.৯	৬.৪	২৮২
চট্টগ্রাম	৪১.৯	১৭.১	২৭.৬	৭.৭	৫.৭	১০৩৭
ঢাকা	৪০.৮	২৫.৮	২৪.৩	৩.২	৫.৯	১২৯৩
খুলনা	৪৩.৩	১৮.৩	৩০.১	৩.৬	৪.৭	৪৭১
ময়মনসিংহ	৪৫.৭	১৭.৩	২৫.৮	৪.৭	৬.৫	৩৪১
রাজশাহী	৪৪.৪	৯.২	৪০.৯	২.২	৩.৩	৭১৭
রংপুর	৩৬.৭	১২.৫	৪৩.৪	১.২	৬.২	৪০১
সিলেট	৪৪.৭	১৪.	২৯.৬	৩.৪	৮.৪	১৭৯

বিএনপির সমর্থন সর্বাধিক শিক্ষাহীনদের মধ্যে (৪৮.৪%) এবং শিক্ষা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাধারণত হ্রাস পায় (মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের জন্য ২৩.৪%)। বিপরীতে, জামায়াতে ইসলাম ও এনসিপির সমর্থন শিক্ষার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়।

টেবিল ৩৯: শিক্ষার স্তর অনুযায়ী ভোটের অভিপ্রায় (শুধুমাত্র প্রকাশিত)

শিক্ষার স্তর	বিএনপি (%)	আওয়ামী লীগ (%)	জামায়াতে ইসলামী (%)	এনসিপি (%)	অন্যান্য (%)	(N)
কোনো শিক্ষা নেই বা প্রি-স্কুল	৪৮.৪	১৯.৬	২৭.২	০.৮	৩.৯	৭১৩
কিছুটা পড়াশোনা করেছে কিন্তু প্রাইমারি সম্পন্ন করেনি	৪৫.২	২৩.৭	২৪.৩	১.৬	৫.২	৪৮৫
প্রাইমারি সম্পন্ন করেছে কিন্তু সেকেন্ডারি সম্পন্ন করেনি	৪৫.৪	১৭.৮	৩০.৬	১.৫	৪.৭	১৬১৪
সেকেন্ডারি	৩৭.৪	১৮.৬	৩৩.৩	৪.৪	৬.২	৬৫৭
হায়ার সেকেন্ডারি	৩৪.৯	১৮.৮	৩১.৭	৭.৯	৬.৮	৭২০
ভোকেশনাল	২৯.	৯.৭	৩৫.৫	১৬.১	৯.৭	৩১
ব্যাচেলর	৩২.২	১৭.২	৩১.৩	১১.৪	৭.৮	৩৩২
মাস্টার্স	২৩.৪	১৫.৬	৩৮.৩	১৫.	৭.৮	১৬৭

আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করলে ভোটদানের অভিপ্রায়

উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বা অংশগ্রহণ করতে না পারে, তবে তারা কাকে ভোট দেবেন। আওয়ামী লীগ অনুপস্থিত থাকলে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী প্রধান উপকারভোগী। এই পরিস্থিতিতে যারা তাদের পছন্দ প্রকাশ করেছেন (N=4608), তাদের মধ্যে বিএনপি পেয়েছে ৪৫.৬% ভোট, এবং জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৩৩.৫%। উল্লেখযোগ্যভাবে, ৮.৩% বলেছেন যে তারা এই পরিস্থিতিতে ভোট দিতে যাবেন না।

তালিকা ৪০: আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ না করলে ভোটদানের অভিপ্রায়

	সকল উত্তরদাতা	সিদ্ধান্তপ্রকাশিত
বিএনপি	২০.২০%	৪৫.৬০%
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	১৪.৮০%	৩৩.৫০%
এনসিপি	২.১০%	৪.৭০%
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	১.৭০%	৩.৮০%
জাতীয় পার্টি	০.৯০%	২.১০%
স্বতন্ত্র প্রার্থী	০.৬০%	১.৩০%
গণঅধিকার পরিষদ	০.৩০%	০.৬০%
এবি পার্টি	০.০০%	০.১০%
গণসম্মতি আন্দোলন	০.০০%	০.০০%
আমি ভোট দিতে যাব না	৩.৭০%	৮.৩০%
সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু প্রকাশ করেনি	১০.২০%	০.০০%
সিদ্ধান্ত নেয়নি	৩০.৭০%	০.০০%
দলীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনি	৯.১০%	০.০০%

ভোট দেবে না	৩.৮০%	০.০০%
ভোটের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনি	২.০০%	০.০০%
মোট	১০৪১৩	৪৬০৮

সবচেয়ে উপযুক্ত দল সরকার গঠনের জন্য

উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তারা কোন দলকে সরকার গঠনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেন। বিএনপি সবচেয়ে বড় অংশের দ্বারা সবচেয়ে উপযুক্ত দল হিসেবে বিবেচিত (৩৯.১%)।

টেবিল ৪১: সবচেয়ে উপযুক্ত দল

দলের নাম	প্রতিক্রিয়া হার
বিএনপি	৩৯.১০%
জামায়াতে ইসলামী	২৮.১০%
আওয়ামী লীগ	১৭.৭০%
এনসিপি	৪.৯০%
অন্যান্য	১০.২০%
মোট (n)	১০৪১৩

পুরুষদের মধ্যে বিএনপি (৪১.৫১%) এবং জামায়াতে ইসলামী (২৯.৪০%)-এর প্রতি সমর্থন মহিলাদের তুলনায় বেশি (৩৬.২৪% এবং ২৬.৬৯%)।

টেবিল ৪২: লিঙ্গভেদে সবচেয়ে উপযুক্ত দল

	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	জামায়াতে ইসলামী	এনসিপি	অন্যান্য	মোট
নারী	৩৬.২০%	১৯.০০%	২৬.৭০%	৬.২০%	১১.৮০%	৪৭২৯
পুরুষ	৪১.৫০%	১৬.৪০%	২৯.৪০%	৩.৭০%	৯.০০%	৫৬৩৯

বিএনপির প্রতি সমর্থন বয়সের সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে – জেন জেডের মধ্যে ৩৩.০৬% থেকে বুমার্স+ এর মধ্যে ৪৬.৫১% পর্যন্ত। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী'র প্রতি সমর্থন সর্বোচ্চ জেন জেডের মধ্যে (৩০.৮৪%) এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমে (বুমার্স+ এ ২৪.০৪%)।

টেবিল ৪৩: বয়সভেদে সবচেয়ে উপযুক্ত দল

বয়সগ্রুপ	বিএনপি	জামায়াতে ইসলামী	আওয়ামী লীগ	এনসিপি	অন্যান্য	মোট
জেন জেড (১৮-২৮)	৩৩.১০%	৩০.৮০%	১৭.৫০%	৮.১০%	১০.৬০%	৩৯১৪

মিলেনিয়ালস (২৮-৪৪)	৩৯.৩০%	২৮.৯০%	১৭.৯০%	৩.৭০%	১০.২০%	২৯৭৯
জেন এক্স (৪৫-৬০)	৪৪.৬০%	২৪.৯০%	১৭.৯০%	২.৯০%	৯.৭০%	১৬০২
বুমার্স + (৬১+)	৪৬.৫০%	২৪.০০%	১৭.৫০%	১.৮০%	১০.২০%	১৯১৮

পরবর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনাময় দল

উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন দল তাদের মতে পরবর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। বিএনপির সরকার গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে এই ধারণা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে (রাউন্ড-১ এ ২৯.৩% বনাম রাউন্ড-২ এ ৪০.০%)। একইভাবে, জামায়াতে ইসলামী'র সম্ভাবনাও বেড়েছে (১৭.৫% থেকে ২৩.৩%)। আকর্ষণীয়ভাবে, যারা কোনো পূর্বাভাস দিতে চাননি ("আমি বলতে চাই না") তাদের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে (৩৯.৭% থেকে ১৫.৮%)।

টেবিল ৪৪: সরকার গঠনের সম্ভাবনা (তুলনামূলক)

দল / জোট	রাউন্ড-১ (%)	রাউন্ড-২ (%)
বিএনপি	২৯.৩	৪০.
জামায়াতে ইসলামী	১৭.৫	২৩.৩
আওয়ামী লীগ	৬.৩	১২.১
এনসিপি	৩.৯	৩.৮
অন্যান্য	৩.২	৫.
আমি বলতে চাই না	৩৯.৭	১৫.৮
মোট (n)	১০৬৯০	১০৪১৩

পুরুষরা (৪৩.৮৪%) মহিলাদের তুলনায় বেশি বিশ্বাস করে যে বিএনপি সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি। মহিলারা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত (১৯.৫২% "আমি বলতে চাই না") পুরুষদের তুলনায় (১২.৬৮%)।

টেবিল ৪৫: লিঙ্গভেদে সরকার গঠনের সম্ভাবনা

	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	এনসিপি	আমি বলতে চাই না	অন্যান্য	মোট
নারী	৩৫.৪০%	১৩.০০%	২১.৩০%	৫.১০%	১৯.৫০%	৫.৭০%	৪৭২৯
পুরুষ	৪৩.৮০%	১১.৩০%	২৫.০০%	২.৮০%	১২.৭০%	৪.৪০%	৫৬৩৯

বিএনপির সম্ভাবনা রয়েছে এই ধারণা বয়সের সাথে বাড়ে: জেন জেডের মধ্যে ৩৫.২৮% বনাম বুমার্স+ এ ৪৬.০৪%। বিপরীতে, জামায়াতে ইসলামী জিতবে এই ধারণা সর্বোচ্চ জেন জেডের মধ্যে (২৫.৬০%) এবং সর্বনিম্ন বুমার্স+ এ (১৯.৫০%)।

টেবিল ৪৬: বয়সভেদে সরকার গঠনের সম্ভাবনা

বয়সগ্রুপ	বিএনপি	আওয়ামী লীগ	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	এনসিপি	আমি বলতে চাই না	অন্যান্য	মোট
জেন জেড (১৮-২৮)	৩৫.৩০%	১২.১০%	২৫.৬০%	৬.৪০%	১৫.১০%	৫.৬০%	৩৯১৪
মিলেনিয়ালস (২৮-৪৪)	৪০.৫০%	১২.৬০%	২৩.৫০%	৩.১০%	১৫.৬০%	৪.৭০%	২৯৭৯
জেন এক্স (৪৫-৬০)	৪৩.০০%	১২.৬০%	২২.১০%	২.১০%	১৫.৯০%	৪.২০%	১৬০২
বুমার্স + (৬১+)	৪৬.০০%	১১.২০%	১৯.৫০%	১.৪০%	১৭.৩০%	৪.৭০%	১৯১৮

৪.৮ অতীত রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার রেটিং

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তার রেটিং আসন্ন নির্বাচনের আগে জনগণের মনোভাব সম্পর্কে চমকপ্রদ অন্তর্দৃষ্টি প্রকাশ করে। শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান সারা দেশে সর্বোচ্চ প্রশংসা পেতে থাকেন।

তালিকা ৪৭ দেখায় যে শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান সর্বোচ্চ সামগ্রিক অনুমোদন পান, যেখানে প্রায় অর্ধেক উত্তরদাতা তাদের ৭০%-এর উপরে রেটিং দিয়েছেন। খালেদা জিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মধ্যম-পর্যায়ের অনুমোদন রয়েছে (৫০–৭০%), অন্যদিকে শেখ হাসিনার রেটিং অত্যন্ত মেরুকৃত, যা একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য সমর্থন এবং উচ্চ অস্বীকৃতি প্রদর্শন করে (২১.৬% তাকে ০% রেটিং দিয়েছেন)। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ একটি মধ্যম স্তরের সমর্থন ভিত্তি ধরে রেখেছেন, যেখানে অধিকাংশ উত্তরদাতা তাকে ৫০–৭০% শ্রেণীতে স্থান দিয়েছেন।

টেবিল ৫৩ঃ সামগ্রিক রেটিংস

নেতা	১০০.০০%	৭১% - ৯৯%	৫০% - ৭০%	১% - ৪৯%	০.০০%	মোট
শেখ মুজিবুর রহমান	২২.৩০%	২২.৭০%	৩৩.৭০%	১২.৫০%	৮.৮০%	১০৪১৩
জিয়াউর রহমান	২২.১০%	২৪.৮০%	৪০.৫০%	৮.২০%	৪.৪০%	১০৪১৩
খালেদা জিয়া	১৩.৪০%	১৯.০০%	৪৬.৫০%	১৫.৬০%	৫.৬০%	১০৪১৩
শেখ হাসিনা	৮.৯০%	১৪.৭০%	২৯.১০%	২৫.৭০%	২১.৬০%	১০৪১৩
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	৫.০০%	১২.৬০%	৪৪.৩০%	২৪.৪০%	১৩.৭০%	১০৪১৩

লিঙ্গভেদে, জিয়াউর রহমান পুরুষদের মধ্যে বেশি সমর্থন পান (১০০% রেটিংয়ে ২৫.৩%) নারীদের তুলনায় (১৮.৩%), যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তা পুরুষ ও নারীর মধ্যে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। খালেদা জিয়া এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নারীদের মধ্যে মধ্যম-পর্যায়ের অনুমোদন (৫০–৭০%) বেশি পান, অপরদিকে শেখ হাসিনা পুরুষদের মধ্যে বেশি অস্বীকৃতির মুখোমুখি হন (২৩.৪% তাকে ০% রেটিং দিয়েছেন) নারীদের তুলনায় (১৯.৫%)।

টেবিল ৪৮: লিঙ্গভিত্তিক রেটিংস

নেতা	লিঙ্গ	১০০.০০%	৭১% - ৯৯%	৫০% - ৭০%	১% - ৪৯%	০.০০%	মোট
শেখ মুজিবুর রহমান	নারী	২২.১০%	২১.৮০%	৩৫.৫০%	১১.৭০%	৮.৮০%	৪৭২৯
	পুরুষ	২২.৪০%	২৩.৫০%	৩২.২০%	১৩.১০%	৮.৮০%	৫৬৩৯
জিয়াউর রহমান	নারী	১৮.৩০%	২২.৫০%	৪৫.৩০%	৮.১০%	৫.৯০%	৪৭২৯
	পুরুষ	২৫.৩০%	২৬.৭০%	৩৬.৫০%	৮.২০%	৩.৩০%	৫৬৩৯
খালেদা জিয়া	নারী	১৩.১০%	১৭.৮০%	৪৮.৮০%	১৩.৯০%	৬.৪০%	৪৭২৯
	পুরুষ	১৩.৬০%	২০.০০%	৪৪.৬০%	১৬.৯০%	৪.৮০%	৫৬৩৯
শেখ হাসিনা	নারী	১১.৪০%	১৫.০০%	৩১.৩০%	২২.৯০%	১৯.৫০%	৪৭২৯
	পুরুষ	৬.৮০%	১৪.৩০%	২৭.৩০%	২৮.১০%	২৩.৪০%	৫৬৩৯
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	নারী	৫.০০%	১১.৫০%	৪৭.২০%	২১.৪০%	১৪.৯০%	৪৭২৯
	পুরুষ	৪.৯০%	১৩.৪০%	৪২.০০%	২৬.৮০%	১২.৮০%	৫৬৩৯

তরুণ প্রজন্ম বা জেন জি-এর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমর্থন জিয়াউর রহমানের চেয়ে অনেক বেশি। তবে, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমান উভয়ের প্রতি সমর্থন বয়সের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, যা বুমার বা তার চেয়ে বেশি বয়স্কদের (Boomers+) মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে যথাক্রমে ২৬.২% এবং ৩০.৮% উভয়কেই ১০০% সমর্থন দেন, যা থেকে বোঝা যায় যে পুরোনো প্রজন্মের মধ্যে তাদের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা রয়েছে।। খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা ৫০–৭০% ব্যান্ডে জেন এক্স এবং বুমার্স+ এর মধ্যে সর্বোচ্চ, যা ইঙ্গিত দেয় যে তার বয়স্ক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি স্থিতিশীল মধ্য-স্তরের সমর্থনভিত্তি রয়েছে। এর বিপরীতে, শেখ হাসিনা বয়স্ক প্রজন্মের মধ্যে বেশি অসন্তোষের সম্মুখীন হন, যেখানে বুমার্স+ এর ২৪% এর বেশি তাকে ০% রেট করেছেন, অন্যদিকে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তার সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থন পান (৫০–৭০% ব্যান্ডে ৪৫–৪৬%) জেন জেডের মধ্যে, যা তরুণ ভোটারদের মধ্যে একটি আরও মধ্যপন্থী আকর্ষণকে প্রতিফলিত করে।

টেবিল ৪৯: প্রজন্মভিত্তিক রেটিংস

নেতা	প্রজন্ম	১০০.০০%	৭১% - ৯৯%	৫০% - ৭০%	১% - ৪৯%	০.০০%	মোট
শেখ মুজিবুর রহমান	জেন জেড	২০.৮০%	২৩.৬০%	৩৫.৭০%	১৩.৫০%	৬.৪০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	২২.৯০%	২৩.৪০%	৩২.৮০%	১১.৭০%	৯.২০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	২২.৫০%	২১.৫০%	৩২.২০%	১২.২০%	১১.৫০%	২০৫৯
	বুমার্স+	২৬.২০%	১৯.৮০%	৩১.৫০%	১১.৩০%	১১.২০%	৯৬৫
জিয়াউর রহমান	জেন জেড	১৫.৫০%	২৫.৮০%	৪৪.৪০%	১০.২০%	৪.২০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	২৩.৮০%	২৪.৫০%	৩৯.৭০%	৭.২০%	৪.৭০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	২৭.৮০%	২৩.৪০%	৩৭.৭০%	৬.৭০%	৪.৪০%	২০৫৯
	বুমার্স+	৩০.৮০%	২৪.৯০%	৩৩.৫০%	৬.৪০%	৪.৫০%	৯৬৫
খালেদা জিয়া	জেন জেড	১০.৬০%	১৭.২০%	৪৮.৭০%	১৮.০০%	৫.৫০%	৩৯১৪

নেতা	প্রজন্ম	১০০.০০%	৭১% - ৯৯%	৫০% - ৭০%	১% - ৪৯%	০.০০%	মোট
	মিলেনিয়ালস	১৪.৪০%	২০.৫০%	৪৫.৮০%	১৩.৮০%	৫.৫০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	১৫.৮০%	১৯.৫০%	৪৪.৭০%	১৪.৭০%	৫.৩০%	২০৫৯
	বুমার্স+	১৬.৩০%	১৯.৮০%	৪৩.৩০%	১৪.০০%	৬.৬০%	৯৬৫
শেখ হাসিনা	জেন জেড	৮.৬০%	১৩.৯০%	৩০.৭০%	২৭.০০%	১৯.৮০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	৯.১০%	১৫.৭০%	২৭.৯০%	২৫.৯০%	২১.৪০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	৯.৫০%	১৪.৯০%	২৮.৭০%	২৩.১০%	#######	২০৫৯
	বুমার্স+	৮.২০%	১৪.২০%	২৮.১০%	২৫.১০%	২৪.৫০%	৯৬৫
হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	জেন জেড	৪.৪০%	১১.৯০%	৪৫.৭০%	২৫.৪০%	১২.৬০%	৩৯১৪
	মিলেনিয়ালস	৫.১০%	১৩.২০%	৪৩.৯০%	২৩.৫০%	১৪.২০%	৩৪৭৫
	জেন এক্স	৫.৯০%	১২.৪০%	৪৩.১০%	২৪.৪০%	১৪.১০%	২০৫৯
	বুমার্স+	৪.৭০%	১৩.৬০%	৪২.৯০%	২৩.৩০%	১৫.৫০%	৯৬৫